বিজিএ/কাস/২০১৫/

১৪ জুন ২০১৫

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক খাত সহ সকল রপ্তানীমূখী শিল্পে যেসব জরুরী বিষয় সমূহ বিবেচিত হয়নি তা বিবেচনার অনুরোধ প্রসঙ্গে।

মহোদয়,
আসসালামু আলাইকুম।

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন নীতি সহায়তা পাওয়ার কারনেই বস্ত্র ও তৈরী পোশাক খাতের তিনটি সংগঠন বিজিএমইএ, বিকেএমইএ ও বিটিএমএ সহ সকল রপ্তানীমূখী শিল্প খাতের সংগঠনগুলো বর্তমান পর্যায়ে বিকাশ লাভ করতে সমর্থ হয়েছে।

আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে, গত ০৪/০৬/২০১৫ইং তারিখে মহান জাতীয় সংসদে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ২,৯৫,১০০ কোটি টাকার বিশাল বাজেট ঘোষণা করেছেন যা এদেশের অর্থনীতিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে ও শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে এ'দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা মনে করি। ঘোষিত প্রস্তাবিত বাজেটে আপনি বস্ত্র ও পোশাক খাতের ক্রমবিকাশের স্বার্থেঃ

- অগ্নি নির্বাপক, নিরাপত্তা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং অবকাঠামোগত পণ্যে সমুদয় মূল্য সংযোজন কর মওকুফ করার প্রস্তাব করেছেন;
- পলিষ্টার সূতার কাঁচামাল পেটচিপস্ এর আমদানী পর্যায়ে Advance Trade VAT (ATV) মওকুফের প্রস্তাব করেছেন;
- শিল্প বিনিয়োগকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী মিলিয়ে খাতওয়ারী ৩০টি অর্থনেতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দিয়েছেন;
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (BEZA) এর প্রস্তাবিত ৩০টি শিল্প পার্কে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী বিশেষ নীতি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদানের সুপারিশ করেছেন;
- দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে নিরবিচ্ছিন্ন অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে ১০০ কোটি টাকার National Human Resource Development Fund (NHRDF) গঠন করার প্রস্তাব করেছেন;
- রপ্তানী বাজার ও রপ্তানী দ্রব্য বৈচিত্রকরণে প্রদত্ত প্রণোদনা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করেছেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলো অবশ্যই বস্ত্র ও তৈরী পোশাক খাতকে আরো বিকাশ লাভে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা মনে করি।

ঘোষিত প্রস্তাবিত বাজেটে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক খাত সহ রপ্তানীমূখী শিল্পের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু জরুরী বিষয় যা বিবেচিত হয়নি সেগুলো নিম্নে আপনার সদয় বিবেচনার জন্য তুলে ধরা হলোঃ

১। রপ্তানীখাতে উৎসে করঃ

উৎসে কর ০.৩০% থেকে বৃদ্ধি করে ১% এ উন্নীত করা হয়েছে । এ বৃদ্ধির হার ২৩৩% যা বর্তমান পরিস্থতিতে রপ্তানী শিল্পের স্বাভাবিক বিকাশকে দারুনভাবে ব্যাহত করবে। উৎস কর **FOB** মূল্যের উপর ধার্য করা হয়। **FOB** মূল্যের ৭০%-৭৫% কাঁচামাল আমদানীতে ব্যয় হয়। অবশিষ্ট ২০%-২৫% থেকে মজুরী, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পরিবহন এবং অন্যান্য উৎপাদন ব্যয় মিটানো হয়। কোন কারখানার পক্ষে রপ্তানী মূল্যের উপর প্রকৃত মুনাফা ২%-৩% এর বেশী হয় না।

বস্ত্র ও পোশাক খাতের বর্তমানে উলেণ্ঢখযোগ্য সমস্যা/চ্যালেঞ্জগুলো আপনার সদয় জ্ঞাতার্থে নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

- সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে বিজিএমইএ'র সদস্যভূক্ত মাত্র ৪৮টি কারখানার মোট ক্ষতির পরিমান প্রায় ১৯২ কোটি টাকা। এর চেয়েও বড় ক্ষতি হয়েছে দেশের ইমেজের। চলতি বছরে এ খাতে রপ্তানী প্রবৃদ্ধি ৩% এর নীচে। প্রতিযোগী দেশ সমূহের রপ্তানী প্রবৃদ্ধি ১০% এর উর্ধ্বে। ইমেজ সংকট রপ্তানী প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার একটি অন্যতম কারন।
- Accord, Alliance ও National Action Plan এর আওতায় পরিদর্শনকৃত সকল কারখানার সেফটি কমপণ্ঢায়েন্স এর জন্য কারখানা প্রতি গড়ে ৫-১০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এছাড়াও ১০৪২টি কারখানার Detailed Engineering Assesment (DEA) করতে এবং DEA পরবর্তী Structural Retrofitting এর কাজে বিপুল টাকা ব্যয় হবে। রপ্তানী প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে, ২০২১ সালের মধ্যে ঢাকা এ্যাপারেল সামিটে ঘোষিত ৫০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে সেফটি কমপ্লায়েন্সের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ব্যয় অবশ্যই করতে হবে।
- একই সময়ে এ শিল্পে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে যুক্ত হয়েছে মার্কিন ডলারের বিপরীতে EURO, Canadian Dollar এবং Russian Ruble' এর অবমূল্যায়ন। বিগত ১ বছরে ডলারের বিপরীতে EURO'র অবমূল্যায়ন প্রায় ২৫.৪১%, Canadian Dollar ১২.৭০%, Russian Ruble'র ৫৫.৪১% অবমূল্যায়ন হয়েছে। ফলে এ সকল দেশে খুচরা বাজারে মূল্যের সমন্বয়ের জন্য ক্রেতারা আমদানী মূল্য কমাচ্ছেন, যার চাপ সরাসরি সকল রপ্তানীকারকদের উপর পরছে।
- বিগত ২০১৩ সালে পুনঃনির্ধারিত নতুন মজুরী কাঠামো বাস্তবায়ন, ব্যাংক-বীমা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি, পরিবহন খরচ বৃদ্ধি, ইউটিলিটি ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কারনে উৎপাদন খরচ প্রায় ১০% বেড়েছে। ফলে শিল্পের প্রকৃত সক্ষমতা কমে এসেছে।

উপরে বর্ণিত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য রপ্তানী মূল্যের উপর উৎসে আয়কর কর্তন ১% থেকে হ্রাস করে পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখার জন্য আপনার প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

২। বস্ত্র ও পোশাক শিল্পের জন্য ১০% হ্রাসকৃত হারে করারোপের মেয়াদ বৃদ্ধি করাঃ

এসআরও নং-২০৫ তারিখঃ ৬/৭/২০০৫ দ্বারা ৩০/৬/২০১০ইং পর্যন্ত বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পের হ্রাসকৃত আয়করের হার ১০% নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে এসআরও নং-২১৭ তারিখঃ ২৭/৬/২০১২ দ্বারা হ্রাসকৃত এই কর হারের মেয়াদ ৩০/৬/২০১৪ইং পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এর পরে এর মেয়াদ বৃদ্ধির কোন প্রজ্ঞাপন জারী করা হয় নাই।

উল্লেখ্য যে, সূতা, ডাইং, ফিনিশিং ইত্যাদি খাতে আয়ের ক্ষেত্রে হ্রাসকৃত কর হারের মেয়াদ ৩০/৬/২০১৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়াও পাট শিল্পের হ্রাসকৃত করের মেয়াদ ৩০/৬/২০১৫ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে;

জাতীয় অর্থনীতি ও রপ্তানীর বৃহত্তর স্বার্থে বস্ত্র ও তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য ১০% হ্রাসকৃত হারে করারোপের মেয়াদ আগামী ৩০/৬/২০১৯ইং তারিখ পর্যন্ত (০৫ বছর) বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের অনুরোধ করছি।

৩। মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে ০% শুল্ক এর পরিবর্তে ১% শুল্ক ধার্য্য করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করাঃ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে রপ্তানীমূখী শিল্পের ক্ষেত্রে সকল প্রকার মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীতে ১% শুল্ক আরোপ করার ঘোষনা দেয়া হয়েছে। এ ধরনের যন্ত্রপাতি পূর্বে ০% শুল্ক হারে আমদানী করার বিধান ছিল। উলেণ্ঢখ্য যে, দেশে শিল্প বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির হার নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ পদক্ষেপের ফলে বহুল প্রত্যাশিত শিল্প বিনিয়োগকে দারুনভাবে নিরুৎসাহিত করবে বলে বস্ত্র ও পোশাক খাত সহ রপ্তানী খাতের শিল্প উদ্যোক্তারা মনে করে। ফলে শিল্প বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানীতে ১% শুল্ক আরোপের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে পুর্বের ন্যায় ০% শুল্ক বহাল রাখার জন্য আপনার প্রতি বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৪। সেবা খাতে বকেয়া মুসক (VAT) মওকুফকরণঃ

রপ্তানীকৃত পণ্যে ব্যবহারের জন্য স্থানীয় বাজার হতে বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও সেবা ক্রয় করে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট রপ্তানী পণ্যে ব্যবহার করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চলতি অর্থ বছরে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত এ সকল পণ্য ও সেবার উপর VAT মওকুফ করেছে। কিন্তু বর্তমানে VAT দপ্তর হতে বিগত বছরগুলোর বকেয়া VAT দাবী করা হচ্ছে, যা রপ্তানী বাণিজ্যকে আরও সংকটাপন্ন করে তুলেছে।

বর্তমান চ্যালেঞ্জ সংকূল পরিস্থিতি বিবেচনা করে পোশাক ও বস্ত্র শিল্পের জন্য ভ্যাট দপ্তর কর্তৃক দাবীকৃত রপ্তানীর বিপরীতে ব্যবহৃত পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ের বকেয়া মূসক (VAT) মওকুফ করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৫। কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৯১ সংশোধনঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বাজেটে অর্থ আইন, ২০১৩ এর মাধ্যমে কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ৯১ সংশোধনের মাধ্যমে বন্ডেড ওয়্যার হাউজকে তদারকির জন্য ''শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিশনারেট'' কে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তৈরী পোশাক শিল্পের তদারকির জন্য বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রামে পৃথক ২টি কাস্টমস বন্ড অফিস বিদ্যমান আছে এবং সেখান থেকে নিয়মিত তদারকি করে থাকেন। কিন্তু এই সংশোধনীর মাধ্যমে শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিশনারেটকেও বন্ডের কার্যক্রম তদারকির অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়ার ফলে দ্বৈত অডিটের কারনে রপ্তানী কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা-৯১ সংশোধন করে রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্পের বন্ডেড ওয়্যার হাউজ তদারকির জন্য ''শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিশনারেট'' কে যে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে তা বাতিল করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

এমতাবস্থায়, বস্ত্র ও পোশাক খাত সহ অন্যান্য রপ্তানীমূখী শিল্পের সক্ষমতা বৃদ্ধির এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপার্জনের নিমিত্তে ও লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের স্বার্থে উপরে বর্ণিত সুপারিশগুলো প্রস্তাবিত বাজেট চূড়ান্ত করার পূর্বেই জরুরীভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য আপনার সদয় পদক্ষেপ একান্তভাবে কামনা করছি।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার বিশ্বস্ত,

পোশাক, বস্ত্র এবং রপ্তানীমূখী খাত সংশিণ্ঢষ্ট সকলের পক্ষে-

মোঃ আতিকুল ইসলাম
সভাপতি